তারিখ
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৪
AUG 16 2002

সাক্ষরতা আন্দোলনের সাফল্য

শরীয়তপুরে আর কাউকে টিপসই দিতে হবে না

কেএম রায়হান কবির, *শরীয়তপুর থেকে*

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচি অরুনিমা শরীয়তপুর জেলার ৫টি উপজেলায় সম্পন্ন হয়েছে গত ১০ আগস্ট। শরীয়তপুরবাসীকে আর টিপসই দিতে হবে না বলে গত ৯ আগস্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা প্রশাসক ঘোষণা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই গত ১০ আগস্ট ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮০ জন পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শরীয়তপুরে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচির সমাপ্ত হয়ে গেছে। জেলাকে নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০০২ সালের ৭ জানুয়ারি। সাংবাদিক সম্মেলনে অরুনিমা শরীয়তপুরের সদস্য সচিব এডিসি (জেনারেল) তার রিপোর্টে জানান, জেলার ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট, নড়িয়া, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর পৌরসভা, ভেদরগঞ্জ পৌরসভা ও নড়িয়া পৌরসভা এলাকায় ৩ হাজার ৮০৪টি পুরুষ এবং ৪ হাজার ১২২টি মহিলা কেন্দ্রে ১ লাখ ১৪ হাজার ১২০ জন পুরুষ ও ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৬০ জন মহিলা শিক্ষার্থী সাক্ষর জ্ঞান অর্জন করেন। পাশাপাশি তারা জীবন ধর্মী শিক্ষা যেমন- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ জ্ঞানও অর্জন করেন। প্রতিটি পুরুষ কেন্দ্রে ১ জন পুরুষ শিক্ষক, মহিলা কেন্দ্রে ১ জন মহিলা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেছেন। এ প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭ কোটি ২৫ লাখ ৬২ হাজার ৪৯১ টাকা। প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা এবং প্রত্যেক সুপারভাইজারকে ১২০০ টাকা করে সম্মানী ভাতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, ইতিমধ্যে গত ১০ আগস্ট সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন অরুনিমা শরীয়তপুরের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলেও শিক্ষক ও সুপারভাইজাররা তাদের ৪ মাসের সম্মানী ভাতা এখনও পাননি।